রাষ্ট্র

রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

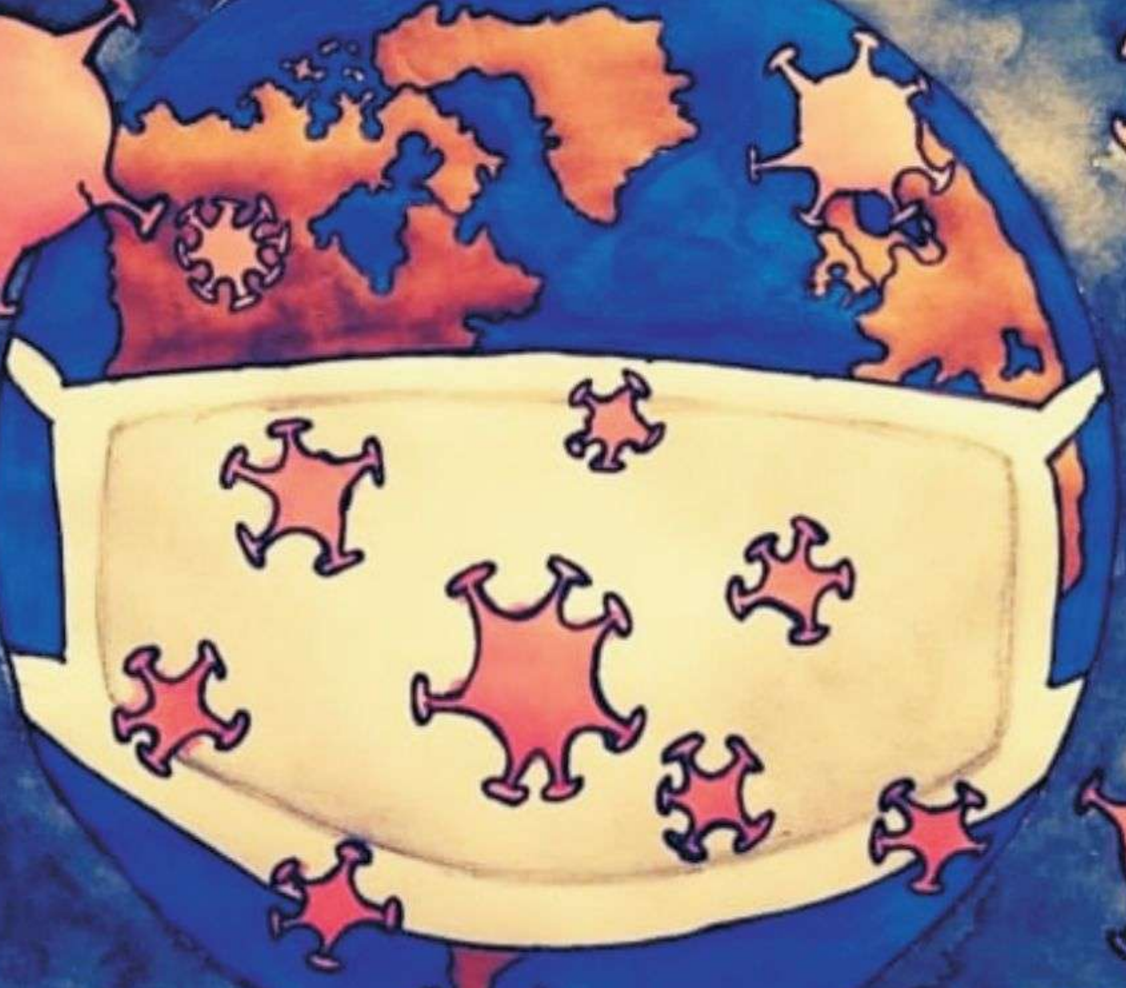

বিষয় ঃ- কোভিড ১৯ অতিমারী

প্রকাশকাল ঃ ২৬শে জানুয়ারি, ২০২১

সূচিপত্র

অতিমারী করোনার ভয়াবহ স্বরূপ ও প্রতিরোধ	সুপ্রিয় মণ্ডল
At War with the Invisible Enemy	মৌনমুখর ঘোষ
মানব ইতিহাসে অতিমারী সমূহের বিবরণ	বিক্রম সামন্ত
Legislative intervention to combat Coronavirus pandemic in India	অনুরূপ কৌশিক
Disaster management Act 2005 and its role for the prevention of the spread of Covid - 19	সুব্রত পাল ও শুভদীপ দাস
Life will get warmer (Poster)	দীপঙ্কর চৌধুরী
সমাজজীবনে করোনা প্রভাব	বাবাই দাস
Coronavirus Pandemic and Indian Society	অনিরুদ্ধ দত্ত
করোনার সংকটমোচনে বেসরকারী সংগঠনের ভূমিকা	চণ্ডী পাহাড়ি
Covid Warriors (Poster)	অভয় পাহাড়ি
মহামারীর কবলে ভারত	সৌম্য কোঁয়ার
Face of the Coronavirus pandemic in rural India	প্রশান্ত কুমার
'Feed India' - একটি মানবিক উদ্যোগ	রাজ সিকদার
করোনা নির্মূলে জেলাশাসকের ভূমিকা	মহঃ আজমল
ঝাড়গ্রাম জেলায় অতিমারি করোনার প্রভাব ও প্রতিরোধ	প্রিয়তোষ পাল
করোনা সঙ্কটমোচনে গ্রাম পঞ্চায়েতের ভূমিকা	মনসা মাণ্ডি
করোনা প্রতিরোধ (সাঁওতালি ভাষা)	ভূধর মাহালি
করোনা মোকাবিলায় বাপুজী গ্রাম পঞ্চায়েত	রামগোপাল দাস
করোনা প্রতিরোধে পলশ্যা গ্রাম পঞ্চায়েতের ভূমিকা	শুভেন্দু কিস্কু

ই ম্যাগাজিন কমিটি রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

উদ্বোধক

Sri Bittu Bhowmik, WBCS (Executive),

Block Development Officer, Joypur, Bankura.

সম্পাদক ঃ দীপঙ্কর দে, মহঃ রাজা

সহ সম্পাদক ঃ সুজন মণ্ডল, মৌনমুখর ঘোষ, সৌম্য কোঁয়ার

অনুপ্রেরণা ঃ পূজনীয় অধ্যক্ষ মহারাজ, উপাধ্যক্ষ মহারাজ এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সকল অধ্যাপক।

বিশেষ সহযোগিতা ঃ অভয় পাহাড়ি, অভিষেক জানা, দীপঙ্কর চৌধুরী, প্রিয়তোষ পাল, রাজ সিকদার

সম্পাদকীয়

রাজনীতি বিজ্ঞানের ছাত্রদের দায়িত্ব সমাজের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি তুলে ধরা। রাজনীতির আঙিনায় সমাজের সামগ্রিক চালচিত্র ফুটে ওঠে। অতিমারী করোনার প্রভাবে সমাজের আর্থসামাজিক বিপর্যয় নেমে এসেছে। মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাপন ব্যহত হয়েছে।

ছাত্রছাত্রী গৃহবন্দী হয়েছে। আবার সংকটমোচনে সরকার, অসরকারী ও ব্যক্তিগত পরিসরে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সবকিছুর বিশদ বর্ণনা উপস্থাপিত হয়েছে রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের উদ্যোগে প্রকাশিত “কোভিড-১৯ অতিমারী” বিষয়ক ই-ম্যাগাজিনে।

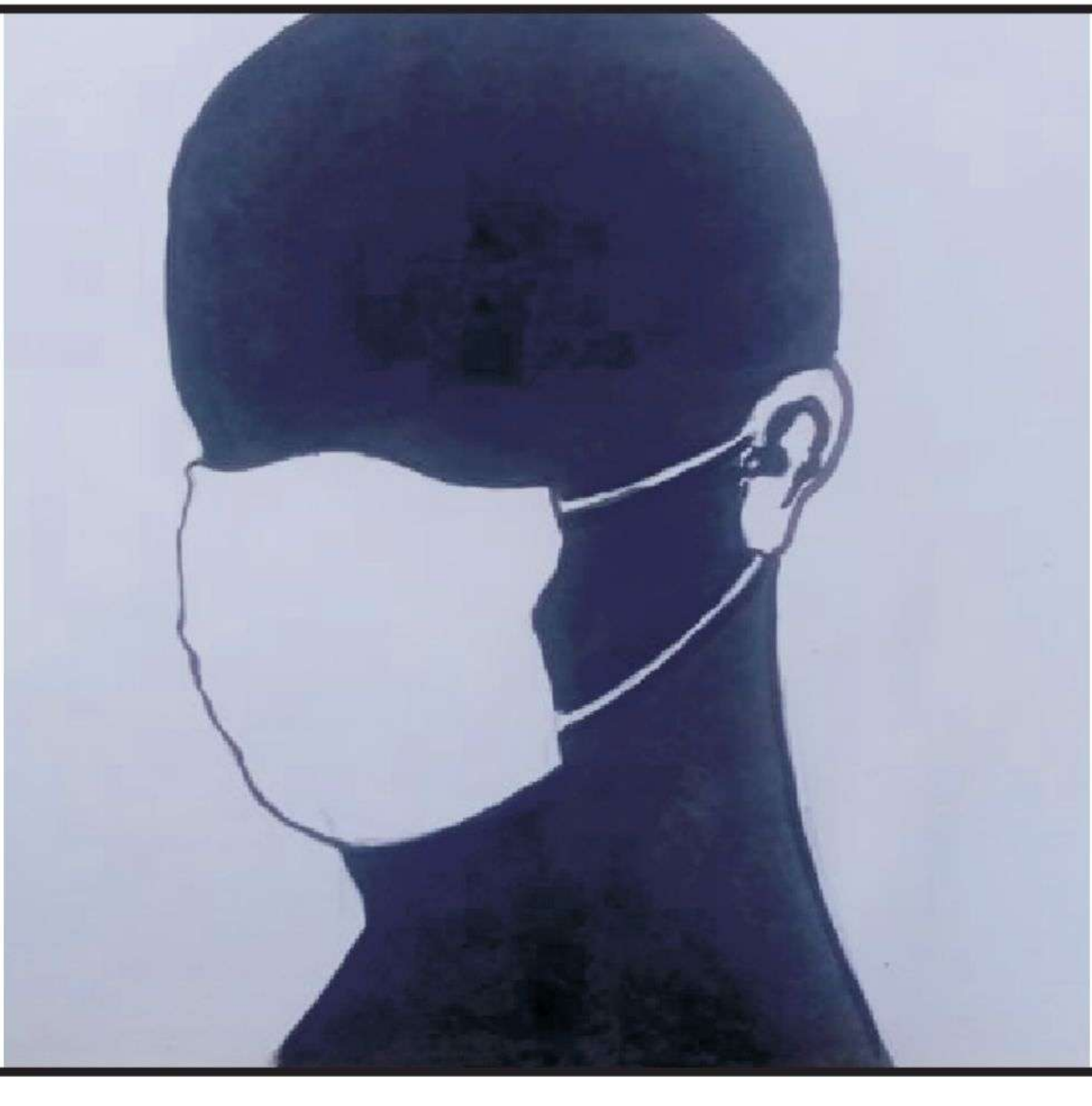

অতিমারি করোনার ভয়াবহ স্বরূপ ও প্রতিরোধ

পৃথিবীর স্বাভাবিক জীবনযাপন বলতে গেলে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। যেসব স্থান মানুষের পদচারণায় মুখর থাকে সেগুলো দেখলে কেমন যেন ভূতুড়ে লাগত! প্রতিদিনের চলাচলের উপর 'না', কেবলই না - এর ঝক্কি। সৌজন্যে করোনা ভাইরাস নামক অণুজীবের ভয়ংকর তাণ্ডব। নেহাতই অণুজীব, চোখে দেখা যায় না, নইলে মানুষ তাকে অনেক আগেই ধ্বংস করে দিত। অতিমারির কবলে সদ্য পেরিয়ে আসা বছরে অনেকের জীবন দীপ নিভে গেছে। পরিবার হারিয়েছে তার প্রিয়জনকে, পিপিই কিট পড়ে করোনাতে মৃত মানুষের দেহ পুড়িয়েছে পৌর কর্মীরা। করোনার থাপ্পড়ে প্রকট হয়েছে দেশের জরা- জীর্ণ দশা, যা আরও বিশেষভাবে পীড়াদায়ক। ২০২০ সাল দেখিয়েছে দেশজোড়া পরিযায়ী শ্রমিকদের অবর্ণনীয় দুর্দশা, দেখিয়েছে কীভাবে কোভিড ছিনিয়ে নিয়েছে অজস্র মানুষের জীবিকা। মানবসভ্যতার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য অদৃশ্য শত্রুর বিরুদ্ধে ডাক্তার, নার্স, পুলিশকর্মী, সাফাই কর্মী আর সচেতন নাগরিক সমাজ নিরন্তর লড়াই জারি রেখেছে। মানবজাতিকে এহেন ভাইরাসের কবল থেকে রক্ষা করার জন্য মাস্ক, সাবান জল, দূরত্ব বিধি আর সংযম প্রাথমিক দাওয়াই হিসাবে কাজ করেছে। কেন্দ্র, রাজ্য, স্থানীয় প্রশাসন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। জনতা কার্ফু, লকডাউন ঘোষণা, আন্তর্জাতিক বিমান পরিষেবা বন্ধ রাখা, সেইসঙ্গে দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থা উন্নত করে তোলা, পরিযায়ী শ্রমিকদের ঘরে ফেরানো, জীবিকাহারা দের রেশন বিতরণ করা, জনসচেতনতা প্রচার ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। তবে বিশেষ কিছু ব্যর্থতাও দেখা যায় - কিছু হাসপাতালের বেহাল দশা, কেন্দ্র - রাজ্য সরকারের মধ্যে সমন্বয়হীনতা, মানুষের ঔদ্ধত্য ইত্যাদি। অতিমারির শুরুর দিকে মানুষ বাঁচার রাস্তা খুঁজতে খুঁজতে একসময় ভেবেই নিয়েছিল করোনা প্রতিরোধ অসম্ভব। কিন্তু কিছু প্রাথমিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে ধীরে ধীরে মানুষ স্বাভাবিক অথচ গণ্ডি বাঁধা জীবন ছন্দে ফিরতে লাগলো। বিজ্ঞানীরাও পরীক্ষাগারে প্রতিষেধক তৈরিতে প্রাণপাত করতে থাকল। অনেক দেশের সাথে প্রিয়ভূমিও আজ করোনার বিরুদ্ধে লড়াই করে অনেকটাই স্বাভাবিক।

–সুপ্রিয় মণ্ডল, প্রথম বর্ষ

At War with the Invisible Enemy

The name of the enemy is Covid 19. It has created a pandemic. It is a threat on human civilisation.
Rumours - The Covid 19 virus has originated artificially in the laboratories of China to threat the world leading power. Nothing conclusive has been proved as of date yet it is a rumour .
Symptoms - Covid 19 virus causes normal cough and cold , fever and respiratory travel .
Why Pandemic - The mortality rate of covid affected people is not so high. It is the cause of suffering and snatches lives all over the world . So it is a Pandemic.
Effects of Pandemic - Covid 19 Pandemic has effected normal life of man kind . It has cut off the normal rhythm of life . The effects are -
1) Liquidity crunch as economic activity went in to a standstill with imposition of the lockdown.
2) Loss of jobs
3) Negative economic growth putting many into extreme poverty.
Measures taken - To prevent rapid spread of disease WHO suggested lockdown. So, first the European countries announced lockdown, even our country also announced lockdown. To resume life, post lockdown, government of different countries announced unlock phase 1,2,3 etc .
Role of Scientist- Scientist from all of the world are struggling to invent vaccine to prevent Corona virus.
Role of MNCs - Multinational pharmaceutical companies are trying to popularize their newly invented vaccine to be the giant in this arena. Liability is fixed on the vaccine maker in some countries and on the Government in other countries.
Awareness Programmes - Local government like Municipality and Panchayat followed the direction of central government. They played vital role to
1) distribute masks
2) sanitize the areas
3) organize camps
4) continuous propaganda
5) Provide ambulance service.
Last but not the least - During lockdown period we invented our hidden talents to get off the monotony. Education has been highly damaged and the students are the worst sufferers. Needless to say the vital role played by the doctors and other health staff , police officials as well as the bank employees. Hope sunshine is not far away.

— **Mounamukhar Ghosh , UG-II**

মানব ইতিহাসে অতিমারী সমূহের বিবরণ

করোনা প্রথম মহামারী নয়।এর আগে গত তিনশো বছরে আরো তিনটি মহামারী এসেছিল।কিন্তু সবকিছুর মধ্যে একটা ব্যাপার সাধারণ,যা হলো প্রতি শতাব্দীর কুড়িতম বছর। অতিমারীর আগমন যেমন এই শতাব্দীর ২০২০ তেমনি ১৭২০,১৮২০,১৯২০ সাল ও মহামারীর কবলে পড়েছিল বিশ্ব।প্রথম,১৭২০ সালে প্লেগ মহামারী।একে,“The Great Plague Of Marseille” বলা হয়। রোগগ্রস্ত ইঁদুর এই রোগের জীবাণু বহন করত। ফ্রান্সের একটি শহর হলো ‘মার্সাইল’,সেই সময় পৃথিবীর জনসংখ্যা এত বেশি ছিল না। কিন্তু সেই মার্সাইলে অসংখ্য মানুষের মৃত্যু ঘটে।এরপর এই মহামারী পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।১৮৬০ সালে চিনে এই মহামারী প্রবেশ করে।চিন থেকে এই রোগ ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল।১৮৮৯ সালে ভারতে এই রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে।WHOএর রিপোর্ট অনুযায়ী,“১৯৬০ সাল পর্যন্ত এই রোগ ভারতে সক্রিয় ছিল”।এই রোগের প্রকোপ মুম্বাই, কলকাতা,পুনে বন্দরে পরিলক্ষিত হয়।এরপর ঠিক একশো বছর পরে ১৮২০ সালে কলেরা মহামারীর উদয় ঘটে কলকাতায়।১৮২০ সালে এই মহামারী এশিয়ার দেশ গুলিতে বিশাল আকার ধারণ করে।এই রোগ“Asiatic Cholera” নামে পরিচিত।আস্তে আস্তে এই মারণ রোগ পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।এই মহামারীতে কতজন মানুষের মৃত্যু হয়েছে তার সংখ্যা অনিশ্চিত। তবে এই রোগ ১৮২৪ সাল থেকে ধীরে ধীরে কমতে থাকে।এই মহামারীর ঠিক একশো বছর পর ১৯২০ সালে 'স্প্যানিশ ফ্লু'নামক এক ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব ঘটে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় এত মানুষের মৃত্যু ঘটেনি যা এই মহামারীতে ঘটেছিল।গোটা বিশ্ব জুড়ে ৫০০ মিলিয়ন মানুষ এই রোগে আক্রান্ত হয়।এই মহামারীতে প্রা[illegible]৫০ মিলিয়ন মানুষের মৃত্যু হয়। ২০১৯ সালে করোনা মহামারী চীনের উহান প্রদেশ থেকে ছ[illegible] সমগ্র বিশ্বে।অনেকে অনুমান করেছেন যে এই ভাইরাসটি সাপ কিংবা বাদুড় থেকে এসেছে, য[illegible] গবেষক এই মতের বিরোধিতা করেন।আবার অনেকে অনুমান করেন যে এই ভাইরাসটি চী[illegible] তৈরি হয়েছে।মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র,ইতালি,ব্রাজিল ও চিনের পাশাপাশি ভারতেও এই ভাইরাসের প্রকো[illegible]ক বেশিলক্ষ করা যায়। বর্তমানে ভারত এই ভাইরাসের প্রতিষেধক উৎপাদনে সদর্থক ভূমিকা [illegible]রায় বিশ্বজুড়ে প্রশংসিত হয়েছে।

— বিক্রম সামন্ত, তৃতীয় বর্ষ

Legislative intervention to combat Coronavirus pandemic in India

Communicable diseases existed during humankind's hunter gatherer days, butshift to agrarian life 10,000 years ago created communities that made epidemics more possible. The earliest recorded pandemic occurred during the Peloponnesian War. The first reported case of Corona Virus Disease (COVID-2019) in China appeared on November 17, 2019 in Hubei Province, but went unrecognized. This was nearly a month earlier than doctors noted cases in Wuhan.

The looming danger of a pandemic was not much of a discussion for most of the Indians till January 2020. The first case of novel coronavirus in India was reported from Kerala on 30'th January. By March, the transmission was severe after several people with travel history to foreign countries tested positive along with their contacts. On 16'th March, Ministry of Human Resource Development declared a country wide lockdown of educational institutions. Following the 'Janata Curfew' on 22nd March, a nation-wide lockdown was imposed from 24th March. In India both the Union government and the State government are constitutionally empowered to legislate on matters related to public health.The union law deals with port quarantine, including in connection with seamen and marine hospitals, and interstate quarantine. State legislatures may provide for matters relating to public health and sanitation, hospitals, dispensaries, and prevention of animal diseases. The union government and states have concurrent jurisdiction to prevent transmission from one state to another of infectious or contagious diseases or pests affecting humans, animals, or plants.

The Epidemic Disease Act, 1897, is a 124 years old, 773 word legislation of the colonial era. This is the main legislative framework at Union level to tackle the spread of dangerous epidemic diseases. It was originally enacted to contain the bubonic plague that occurred in 1896 in then Bombay. Section 2A of the Act empowers the Union Government to take measures and pass regulations for the inspection of any ship arriving or leaving India and for the detention of any person intending to sail if they are satisfied that the ordinary statutes are insufficient to take appropriate actions.Section 2 of the act empowers the state government to take necessary steps to contain the spread of the diseaseincluding inspection of travelling persons and quarantine. Section 3, states that any person found violating regulations under the Act, may be charged with an offence under section 188 of the Indian Penal Code and is liable upon conviction to a sentence of simple imprisonment for one month, a fine, or both. Section 4, states that no legal proceeding will be initiated against any person or authority for anything done, or in good faith intended to be done under the Act.

The Prime Minister set up a high-level Group of Ministers (GOM) to review, monitor, and evaluate the preparedness and measures to tackle the Novel Coronavirus. On March 11, 2020, the GOM decided that the Ministry of Health and Family Welfare (MoHFW) should advise all states and union territories to invoke Section 2 of the Epidemic Diseases Act, 1897. On the same day the Union Government invoked section 69of the Disaster Management Act, 2005, to delegate powers to the Home Secretary, who is the chairman of the National Executive Committee (NEC), which is a coordinating and monitoring body, to the Secretary of MoHFW. On March 14, the Union Government declared COVID-19 as a notified disaster and assistance were made available under the State Disaster Response Fund (SDRF), which was also established under the Disaster Management Act, 2005.

The Epidemic Diseases Act, 1897, is criticized and described to be 'archaic' having major limitations. It places too much emphasis on isolation and quarantine while non on other scientific methods of outbreak prevention and control like vaccination, surveillance, organized public health response etc. The Act does not define an epidemic and though it gives power to the government it doesn't lay down the duties of the government. The Act also does not mention air travel. In 2017 a draft was prepared called the Public Health (prevention, control, and management of epidemic, bioterrorism, and disaster) Bill to replace the Act.Recently, the Cabinet has approved the Epidemic Disease (Amendment) Ordinance, 2020 stating an act of violence against Healthcare service personnel as a punishable offence for at least 6 months to 5 years of imprisonment and with fine of 50 thousand to 5 Lakh.

However with both the Central and Sate Governments working in tandem to control the spread of Coronavirus pandemic, a new experience in cooperative federalism has come to characterise our body politic.

— Anurup Kaushik, Year- III

Disaster Management Act 2005 and its role for the prevention of the spread of Covid –19

The role of Corona Virus in today's world is very dangerous. We can't ignore this. In every country, its negative impact has fallen on the people. As a result, many people have died more or less in every country. Not just that, socially, politically, economically, people have put up with many sufferings due to the Pandemic. Yet It goes without saying that whatever decisions Governments took to prevent the harmful nature of Corona Virus has made seriously a positive impact over the society. As an example, we can say about our country India. India is only country in the world whose number of affected people is too much high in comparison with other countries. Yet the decision of Government for the prevention of Pandemic has played a crucial role which can't be avoided. But apart from decision, it's also really important to have an act in a country for the management of Disaster as the importance of an act is accepted by the people of India. An act called 'Disaster Management Act' was passed in 2005 by Rajyasabha (Upper house of the parliament of India). This act provides for the effective management of disasters. The main focus of this act is to provide the people who are affected with disasters, their life back and helping them. The act calls for the establishment of NDMA (National Disaster Management Authority) which is responsible for laying down policies, plans, guidelines for the Disaster management and to ensure timely and effective response to disaster. In pursuance of the section 8, during disaster, Central Government would constitute a National Executive Committee (NEC) for the assistance of National authority and NEC would be composed of secretary level officers of the Government of India. According to that act, NEC is responsible for the preparation of National Disaster management plan for the whole country and to ensure that it's "reviewed and updated" annually. Again according to the section 14, It's mandatory for all State Governments to set up a Sate Disaster Management Authority (SDMA). This SDMA, under the section 28, is responsible to ensure that all departments of state must prepare disaster management plans as prescribed by the National and State authorities. In this act, it has been mentioned clearly those who violate the rules prescribed by the Government for prevention must be punished. The real implementation of the act called 'Disaster management Act' we have seen in our country during the pandemic situation. We have found the nationwide lockdown which has been imposed under Disaster management Act 2005. Although Constitution of India is silent on the subject 'Disaster' the legal basis of this act is Entry 23, concurrent list of the Constitution "Social Security and Social Insurance". Entry 29, Concurrent list " Prevention of Extension from one state to another of contagious diseases or pests affecting men, animals or plants" can also be used for specific law-making. Furthermore, the present national lockdown was imposed under the act and it was ordered by NDMA to take measures for ensuring social-distancing, so as to prevent the spread of Covid 19 according to the section (6(2)(i) . To alleviate social sufferings, it's compulsory for NDMA/SDMA to provide minimum standard of relief to disaster affected persons, according to the section 12 and 19 including relief in repayment of loans or grant of fresh loans on concessional terms (section 13). State Governments of India have also issued COVID 19 specific regulations which people tried to maintain in their daily life. These have also enough power to deal with the biological disaster including the punishment for disobeying order of public servant and malignant act likely to spread infection of disease of dangerous to life (according to section 188 and 270 IPC). No doubt, India's large population poses an administrative challenge in dealing with disaster, especially pandemic like Covid 19. However, overall management can be strengthened through some ways. Firstly Biological disaster of a national magnitude necessitates a close administration and political coordination, led by Centre and followed by State governments, Disaster management Authorities and other stateholders. In the true spirit of DM act and Federal Structure, national and state political and administrative agencies should be more collaborative and consultative. Issues like availability of food, arranging livelihood to daily wagers, relief camps etc, that directly affects millions in a country needs special attention. Secondly, success of effective implementation of national and state decisions under DM act is dependent on its ground level implementation, district administration and local self government institutions the best bet.

– Subrata Paul, 2nd Year
– Subhadeep Das, 2nd Year

দীপঙ্কর চৌধুরী, প্রথম বর্ষ

সমাজজীবনে করোনার প্রভাব

আজ সারাবিশ্ব মাস্কের আড়ালে। মানুষের আজ বড়ো প্রাণ শঙ্কার ভয়। করোনা বৈজ্ঞানিক ভাষায় Covid- 19 নামক মারণ নোবেল ভাইরাস হানা দিয়েছে মানুষের প্রতিটি নিঃশ্বাসে। দেশ – বিদেশ জুড়ে মৃতের সংখ্যা এক কথায় রাতের আকাশে তারা গোনার মতো অগণিত। মানুষ আজ আংশিক স্বেচ্ছায় ও আংশিক সরকারি নির্দেশে তাদের তথাকথিত "Fundamental Right" আপাত মূলক পরিস্থিতির জন্য ত্যাগ করেছে। 'Lockdown' ও 'Social Distance' নামক নতুন শব্দগুলো যোগ হয়েছে মানুষের নিত্যদিনের অভিধানে। পঞ্চায়েত থেকে বারংবার সতর্কবাণী জারি ছিল। মাস্ক ও স্যানিটাইজার যে এখন জীবনের নিত্যসঙ্গী ত প্রতিনিয়ত পর্যবেক্ষিত। সেলুন, চায়ের দোকানের আড্ডা বন্ধ। সরকারি বেসরকারি সবরকমের প্রতিষ্ঠানিক ঝাঁপ বন্ধ। সরকারি, বেসরকারি সবরকম প্রতিষ্ঠানের ঝাঁপ বন্ধ। এ রোগ ছোঁয়াচে। হাঁচি, কাশি, সর্দি, জ্বর এ রোগের সাধারণ লক্ষণ হিসেবে WHO(World Health Organization) গণ্য করেছে। সেজন্য ঘর থেকে বেরোনো নিষিদ্ধ। সাধারণ জীবনযাপন নিষিদ্ধ। যাতায়াত , পারাপারের সমস্ত মাধ্যম নিষিদ্ধ। অবশ্য বিশেষ প্রয়োজনে বিকল্প ব্যবস্থা ছিল। দিনের একটি সময়ে প্রয়োজনীয় পণ্য যোগানের ক্ষেত্রে যথেষ্ট নীয়ম বিধি মেনে বাজার ব্যাবস্থা খোলা হতো। তবে সমস্যার সম্মুখীন হন পরিযায়ী শ্রমিকরা। বাড়ি ফিরতে পারে না। পরবর্তীকালে তারা বাড়ি ফিরলে ১৪ দিন সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্কুল ও হোস্টেলে ফাঁকা বিল্ডিং এ থাকতে হয়। তবে এই অঞ্চলে কে এখনও করোনার সম্মুখীন হতে হয়নি। এককথায় গ্রীন জোন এর অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য পাশাপাশি সরকারি হাসপাতাল বরাদ্দ ছিল। তবে ঘরবন্দী অবস্থায় মানুষের হাত শূন্য। এ কঠিন পরিস্থিতিতে নিম্নবিত্ত মানুষকে বাধ্য করেছে পেটে গামছা বেঁধে এবং মুখে মাস্ক পরে জড় পদার্থ হয়ে থাকতে। সরকার বিনামূল্যে রেশন দান করলেও এইসময় পণ্যের দাম আকাশছোয়া হয়ে যায়। বাঙ্গালীর বারো বসে তেরো পার্বণ সংক্ষিপ্ত হয়। বাড়ি থেকেই শুরু হয়েছে মানুষের new normal life উপভোগ। তবে গ্রামাঞ্চলে মানুষের এরকম জীবন অধরায় ছিল। তবে খারাপের মধ্যে ভালোও সংরক্ষিত আছে। যা কিছু ভালো তা না হয় অপ্রকাশিত থাক। কিন্তু নতুন বছরের জানুয়ারির শেষে দাঁড়িয়ে ভারত যেমন ক্রিকেটে ঐতিহাসিক জয় পেলো ঠিক তেমনই এই মহামারীর প্রকোপ থেকে সারাবিশ্ব বেকদিন ঐতিহাসিক জয় লাভ করবে। যদিও এর শুভ সূচনা ভারতবর্ষের হাত ধরেই শুরু হয়ে গেছে!

–বাবাই দাস, তৃতীয় বর্ষ

Coronavirus Pandemic and Indian society

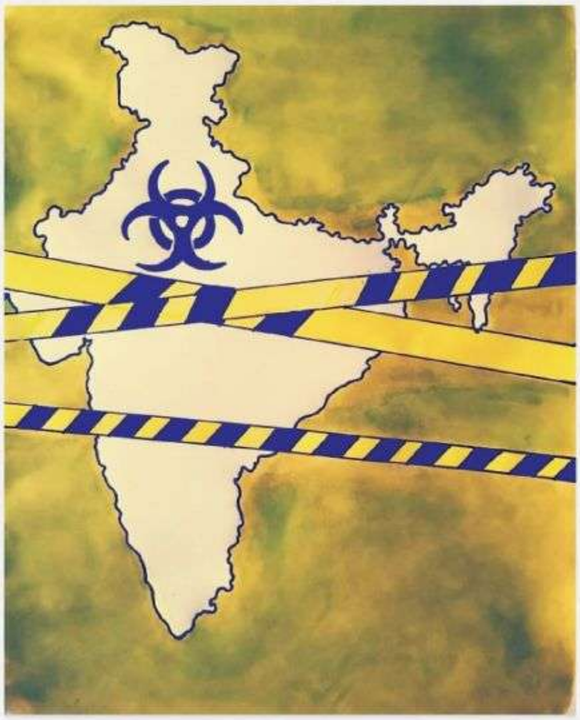

CORONA VIRUS or otherwise known as COVID-19 is a fatal respiratory disease that has spread its tentacles over the whole world . According to estimates , the death tollis fixed at 20million. Approximately 9.5 crore people have been infected throughout the world and among the worst affected countries were US.A.,Italy,Iran,Brazil, Russia and India.It is suspected that the virus had begun to spread from a major city of CHINA naming WUHAN where it was perceived as a viral infection but soon people started realising that it was a type of SARS(SEVERE ACUTE RESPIRATORY SYNDROME) disease spreading like a wildfire throughout the world in just a matter of few weeks and taking death toll fatalities to a humongous rate . Although India shares International boundaries with CHINA ,the first case of noble corona virus was recordedin March in INDIA ,almost 5 months when the first case was recorded in CHINA. The Government response to the situation varied across countries though imposition of a national lockdown was a common response. The Government also took initiatives to sensitise the population so that the spread of the pandemic could be contained and the curve flattened. Some of these measures included social etiquette like sneezing in a proper way ,using folding points of elbow,using of sanitisers and usage of masks not only prevents us from being a victim of the virus. The lockdown showed us the that even locking up ourselves in home can bring out our creativity . Innovations like work from home,online classes showed that we had not stopped life. Although pandemics have ravaged the world in earlier times like THE GREAT PLAGUEOF MARSEILLE(1720),FIRSTCHOLERA PANDEMIC OF WORLD(1820)and THE SPANISH FLU(1920), the Covid pandemic took us by a storm.

Loss of formal jobs initially created economic problems like stalling of payments to laborers but time showed that INDIA was not behind in helping its people mainly migrant labourers and people from other countries to reach their homeland in dfferent states and countries . Samaritans sprang up from civil society as well and among many efforts we could take example of SONU SOOD in this context. Worldwide over the pandemic was pacing up and INDIA'S relations with other countries did not break up but went to a more cordial stage with respect to the diplomatic or financial context.

There was a certain probability that hydroxylchloroquine could cure corona virus and American diplomacy took up the issue that India export millions of doses of the above medicine to the USA. Stalling of economic activity after imposition of lockdown in many countries has forced many Indians to come back home. Another major development has been when WHO asked INDIA to assist other countries in handling the pandemic step by step and providing the indigenously built covid 19 vaccine in India to countries adversary affected by the virus. The USA threatened to stop its funding to WHO due to its incapability to produce a vaccine but INDIA chaired the WHO meeting and helped other countries. Such developments bolstered the confidence of many MNC"S to invest in our country rather than CHINA despite its huge population and manpower resources .So this might channelise Foreign Direct Investment to India.

— Anirudh Dutta , 1st year.

করোনার সংকটমোচনে বেসরকারি সংগঠনের ভূমিকা

ডক্টর টেড্রোস এর মতে, **'মহামারী হালকাভাবে ও অযত্নে ব্যবহার করার মতো শব্দ নয়, করোনা ভাইরাস কতগুলি ভাইরাসের সমষ্টি।'**

এই করোনা ভাইরাস অনেক আগের নাম, বর্তমানে এটি বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ এ বহুল প্রচলিত হয়ে উঠেছে। এই ভাইরাসটি ৩১ শে ডিসেম্বর ২০১৯ সালে প্রথম চীনের উহান প্রদেশের মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। বিশ্বের গণ্ডি অতিক্রম করে এই ভাইরাসটি ভারতবর্ষ তথা বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে দ্রুততার সঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছিল। যার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মালদা জেলা অন্যতম উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে। মালদা জেলায় প্রশাসনের পাশাপাশি করোনা অতিমারি মোকাবিলায় এগিয়ে আসে বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা, তাদের মধ্যে হায়দারপুর সেন্টার অফ মালদার তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এনজিও এর মধ্যে অন্যতম নাম চাইল্ড লাইন। করোনা মোকাবিলায় অন্যতম পদক্ষেপ হিসেবে ১০ই আগস্ট ,২০২০ সালে মালদা ইংলিশ বাজার ব্লকের কুলিপাড়া নামক এক গ্রামে এই এনজিওর পক্ষ থেকে একটি সচেতনতামূলক শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন চাইল্ড লাইনের প্রধান কর্মাধ্যক্ষ শ্রী প্রসেনজিৎ ঘোষ মহাশয়, এছাড়া উপস্থিত ছিলেন CWC (Child Welfare of Committee) এর চেয়ারম্যান শ্রীমতী চৈতালি ঘোষ (সরকার) মহাশয়া সহ অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ। এই সচেতনতামূলক শিবিরের পাশাপাশি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়।

করোনা ভাইরাস কিভাবে একজনের কাশি, হাঁচির সময় নির্গত ড্রপলেট এর মাধ্যমে অন্যজনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে সে বিষয়ে সচেতন করা হয়। এর পাশাপাশি ঘনঘন সাবান বা হ্যান্ডওয়াশ দিয়ে হাত ধোয়ার বিষয়েও সচেতন করা হয়। চাইল্ড লাইনের কর্মাধ্যক্ষ বক্তব্যের মধ্য দিয়ে বারবার বলেন বাড়ির বাইরে বেরোলে যেন মুখে মাস্ক থাকে এবং যেকোনো ভিড় এড়িয়ে চলতে হবে। মনে রাখতে হবে সবাইকে কমপক্ষে ৬ ফুট শারীরিক দূরত্ববিধি বজায় রেখে চলতে হবে, এটাই একমাত্র নিজেকে নিরাপদ রাখার পথ। এই শিবিরের শেষে উপস্থিত সকল মানুষের হাতে একটি করে মাস্ক ও স্যানিটাইজার এর বোতল তুলে দেওয়া হয়। এই গ্রামে দীর্ঘ লকডাউনে কাজ হারানো অসহায় পরিবারের হাতে চাল,ডাল,তেল,লবন ও সোয়াবিন সহ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি তুলে দেওয়া হয়। মালদা জেলার এই এনজিওর প্রচেষ্টার ফলে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে, যার ফলে আক্রান্তের সংখ্যা তুলনামূলক নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হয়েছে।

— চণ্ডী পাহাড়ি, প্রথম বর্ষ

Aarogya Setu

मैं सुरक्षित | हम सुरक्षित | भारत सुरक्षित

Avay Pahari, UG II

মহামারীর কবলে ভারত

এলো মার্চ মাস ২০২০ সাল,
চারিদিকে পরে গেলো মহা শোরগোল,
আচমকা শোনা গেলো,
চীন থেকে ধেয়ে আসছে
মহামারী করোনার অদৃশ্য রোল।
বিশ্বজুড়ে পরে গেলো সাজো সাজো রব
হঠাৎ দমকা হাওয়ার মত
রাজ্য, রাজধানী জুড়ে সমস্ত মানুষজন
হয়ে উঠলো আতঙ্কিত।
(তাই) ভয় তাড়িত হৃদয়ে
এগিয়ে এলো করোনা যোদ্ধারা
তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে ভয়কে জয় করে
শান্ত করে তুললো অগণিত ভারতবাসী কে
(তাই) বিদায় বেলায় সবার কাছে এ মিনতি করি
সুস্থ করো, সুস্থ থাকো হে বীর যোদ্ধা
তোমাদের করি নমস্কার।।

-সৌম্য কোঁয়ার
দ্বিতীয় বর্ষ

Face of the Coronavirus pandemic in rural India

One of the most striking nay ineluctable mages of the COVID-19 pandemic came after India's government initiated a 3-week lockdown on March 24, 2020, forcing millions of migrant workers working mainly on construction sites to flood out of its cities on foot and return to their homes in the countryside, amid promises of financial help from the Government authorities. Days later, Indian Prime Minister Narendra Modi used his weekly radio toaddress the poorest members of society, who were left without jobs and food due to the shutdown of all economic activity.

Images that stare us in the face are those of students pursuing their academics outside their home states and unable to return to their homes after the lockdown. The monstrous cycle of the pandemic showed its vulgarity when the economic conditions of people deteriorated. After the resumption of train services ferrying migrant labourers back to his home states there was a spike in Coronavirus cases in rural areas. This poses serious problem with health facilities being scarce, overburdened and not staffed with the specialists or resources like a fleet of ventilators that could be needed to absorb waves of severely ill patients.

— PRASANT KUJUR, UG-I

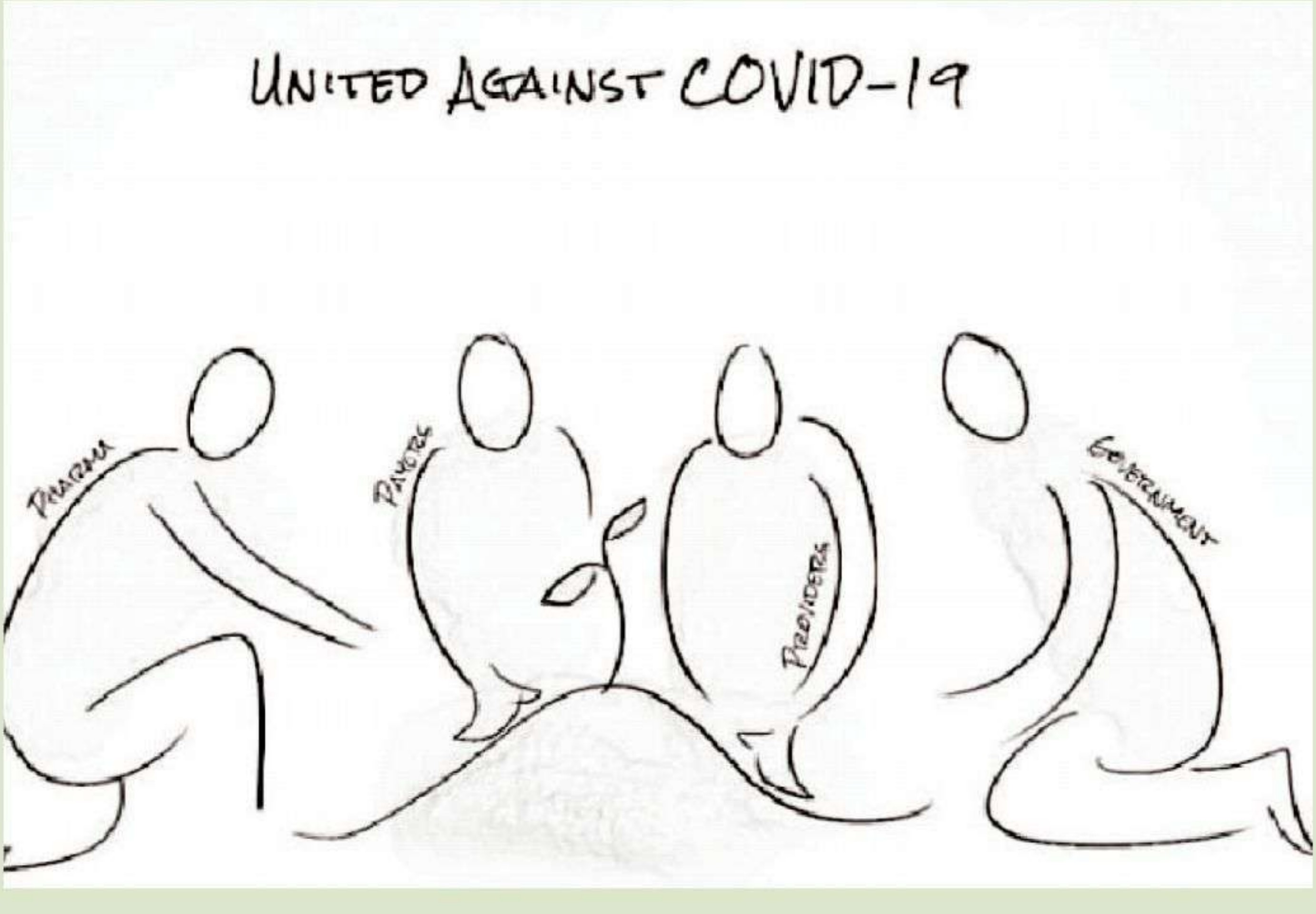

‘Feed India’- একটি মানবিক উদ্যোগ

"Do not wait for leaders; do it alone, person to person"

--- Mother Teresa

সাল ২০২০ তে করোনা মহামারির প্রকোপে একদিকে যেমন মৃত্যুর মিছিল, ঠিক অপর দিকে লকডাউন জনিত আর্থিক অচলাবস্থা,কর্মহীনতা,ক্ষুধার সমস্যা এক বৃহত্তর বিশ্বব্যাপী মানবিক সংকট ডেকে আনে। মার্চ মাস থেকে ভারতে দেশব্যাপী লকডাউন চালু করবার ফলে পরিযায়ী শ্রমিক,ভিক্ষুক,নিম্নবিত্ত,সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষেদের মাধ্যে কিংবা সহায়তা ভিত্তিক বৃদ্ধাশ্রম-অনাথাশ্রম সর্বত্র ক্ষুধার সমস্যা দেখা দেয়,এককথায় বেঁচে থাকাটাই একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে ওঠে।

আর ঠিক এই সমস্যাটাই দেশ থেকে ৭০০০ মাইল দূরে ম্যানহাটনে থাকা সেফ বিকাশ খান্নাকে ভাবিয়ে তুলেছিল। তিনি মার্চের শেষলগ্নে একটি tweet এর মাধ্যমে নিজের ২.৩ মিলিয়ন অনুরাগীদের কাছে খাদ্যের সমস্যা কোন কোন স্থানে রয়েছে সে বিষয় জানতে চান এবং প্রাপ্ত তথ্য বা সহায়তার বার্তা অনুযায়ী তিনি নিজ উদ্যোগে দেশের মানুষের কাছে খাবার পৌছে দিতে শুরু করেন। তবে দু দেশের সময় ও অবস্থানের ব্যবধানের মধ্যে থেকে এইরূপ কাজ করতে গিয়ে এপ্রিলের শুরুতেই বিকাশ বাবু বিদ্ধস্ত হয়ে পড়েন। এমন সময় ১১ই এপ্রিল তার মা তাকে বলেছিলেন, "The entire country trained you to cook & win a Michelin star. It is your duty to stand up & feed india now." । এখান থেকেই 'Feed India' র প্রয়াস ডানা মেলতে শুরু করে, ক্রমে বিকাশ বাবুর এই উদ্যোগে দেশ-বিদেশের বহু কম্পানি (ইন্ডিয়া গেটস,পে-টিয়েম,হলদিরাম,পতঞ্জলি ইত্যাদি) ব্র্যান্ড পাটনার হিসাবে যুক্ত হলে অর্থ ও প্রয়োজনীয় সামগ্রীর অভাব দূর হয়।Feed India র উদ্যোক্তা বিকাশ বাবু হলেও, NDRF এর কর্মকর্তা ও কর্মীরা, বহু স্বেচ্ছাসেবক ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন করোনাবিধি মেনে মানুষের কাছে খাদ্য ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী পৌঁছে দেওয়ার মধ্য দিয়েই feed india র প্রয়াস বাস্তবায়িত হয়েছে। এপ্রিল থেকে শুরু করে ডিসেম্বর পর্যন্ত নয় মাসে Feed India উদ্যোগের মাধ্যমে দেশের ১২৫ টির বেশি শহরে ৫.৫ কোটি খাবার (রান্না করা খাবার এবং রেশন সামগ্রী) সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষেদের (নিম্নবিত্ত,পরিযায়ী শ্রমিক, রূপান্তরকামী,যৌনকর্মী ,বৃদ্ধাশ্রম-অনাথাশ্রম নিবাসী) কাছে পৌছে দেওয়া হয়েছে; পাশাপাশি ২০ লক্ষের বেশী স্যানিটারি প্যাড, লক্ষাধিক মাস্ক, ১০ লক্ষের বেশি মিষ্টি এখন অবদি মানুষদের মধ্যে বিতরন করা হয়েছে। সভ্যতার নির্মাতা শ্রমিকদের খালি পয়ে মাইলের পর মাইল হটতে দেখে, বিকাশ বাবুর উদ্যোগে Feed India ড্রাইভের মাধ্যমে এখন অবদি পাঁচ লক্ষাধিক চটি পরিযায়ী শ্রমিকদের প্রদান করা হয়েছে। করোনা কলে বিকাশ বাবু রাতদিন জেগে ম্যানহাটন থেকে, যেভাবে ভারতে Feed India র কর্মযজ্ঞকে পরিচালনা ও নেতৃত্ব দিয়েছেন তা বিশ্বের বিভিন্ন টিভি চ্যানেল,সংবাদপত্র,ম্যাগাজিনের আলোচনায় উঠে এসেছে; তিনি Asia game changer award 2020 র মতো একাধিক পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন নিজের কাজের জন্য। তার জীবনটা অনেকটা Forrest Gump সিনেমার সাথে তুলনীয়; ছোটবেলায় হাঁটা ও দৌড়ানোর সমস্যা, সেসব অতিক্রম করে একজন Michelin star chef হয়ে বিশ্বের দরবারে ভারতীয় খাবার পরিবেশন করা,সেলিব্রিটি সেফের তকমা,৩৭টি বই লেখা, বহুল চর্চিত সিনেমা তৈরী করা এসবই বিকাশ খান্না করেছেন।স্বামীজী শিব জ্ঞানে জীব সেবার যে আদর্শ প্রচার করেছিলেন, একবিংশ শতকের সংকটকালে বিকাশ বাবুর Feed India র কর্মযজ্ঞ এককথায় তারই বাস্তবরূপ। এভাবেই কর্মজীবনের রাধুনী বিকাশ বাবু সমাজ জীবনে হয়ে উঠেছেন মানবতার বার্তাবাহক অগ্রদূত। Feed India সম্পর্কে বিকাশ বাবু বলেছেন - "This is much bigger than the Michelin star.This is much bigger than everything."

—রাজ সিকদার, তৃতীয় বর্ষ

করোনা নির্মূল জেলাশাসকের ভূমিকা

পৃথিবীর বুকে যার ছবি মানুষ আজীবন মনে রাখবে তেমনি একটা ভয়াবহ মহামারী হল "করোনা ভাইরাস"। করোনা মোকাবিলাই পিছু পা হাটতে প্রস্তুত ছিলনা কেউই ।কেন্দ্র সরকার ,রাজ্য সরকারের পাশাপাশি জেলা প্রধানও ততটাই দায়িত্ববান দেখিয়েছেন এই মারাত্মক দুঃসময়ে। তার সঙ্গে সাধারণ মানুষ ও সমান সহযোগিতা করেছেন করোনা মোকাবিলায়। করোনা মোকাবিলায় সহযোগিতায় সাথে সাথ দিয়ে সাধারণ মানুষের উপকারের দিকে যথেষ্ট সচ্চার হয়েছিলেন জেলা শাসক|সবদিক থেকে সাধারণ মানুষের দুঃখ,কষ্ট দেখে তাদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। সারা দেশজুড়ে যখন lockdown তখন দেশের বহু মানুষ হারিয়ে ছিলেন নিজের ঘর,বাড়ি,কাজ, কর্মস্থান। হতে হয়েছে বেকার। এই আর্থিক সংকটের সময় সরকারের নির্দেশ যে রেশন ব্যবস্থা চালু করা হয় সেটা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল প্রতিটা জেলা স্তরে প্রধানরা দায়িত্ববান হয়ে সফল করেছেন। Lockdown এর সময়ে অনেক সময় আটকে রাখতে পারেননি। তাদের বাড়ির হাহাকার অনেকে রাস্তায় নেমে আসতে বাধ্য করেছিল। কিন্তু করোনা মোকাবিলায় একমাত্র উপায় ছিল সামাজিক দূরত্ব। তাই নিয়ম লঙ্ঘনের জন্য মাঠে নামতে হয় জেলা স্তরের পুলিশকে। অকারনে যত্রতত্র ঘুরে বেড়ানোর জন্য পুলিশ গাড়ি অনেক সময় লাঠিচার্জ করেও পরিস্থিতি সামাল দিতে হয়েছিল জেলা পুলিশকে। প্রতিটা বাড়ি বাড়ি ঘুরে তাদের খবর নিয়ে জরুরী জিনিসপত্র প্রদান করা থেকে শুরু করে তাদের পাশে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে সাধারণ মানুষের মন জয় করে তাদের মনসম্বল বাড়িয়েছে জেলাশাসক|জেলাশাসক প্রতিটি সময় জনগণের জন্য কাজ করে গেছেন। পুরো জেলার প্রতিটি জায়গা স্যানিটাইজেশন প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে বিনামূল্যে মাস্ক বিতরণ সমস্ত কাজে তাদের ছিল প্রশংসনীয়। জেলাশাসক নিজের উদ্যোগে গরীব ও দুঃস্থ পরিবারদের চাল, ডাল, আলু,সবজি,তেল বিভিন্ন সামগ্রী দিয়ে সাহায্য করেছেন। যা জেলাবাসীর কাছে খুব গর্বের ব্যাপার। সব দিক থেকে বিবেচনা করে দেখা গেলে,দেখা যাবে কেন্দ্র সরকার,রাজ্য সরকারের পাশাপাশি জেলাশাসক অনেকখানি অগ্রপদ গ্রহন করেছেন। তাদের একত্রিত কার্যকলাপের ফলেই আমরা আজ অনেকখানি সুষ্ট সমাজে বসবাস করতে পারছি।

—মহম্মদ আজমল, প্রথম বর্ষ

ঝাড়গ্রাম জেলায় অতিমারী করোনার প্রভাব ও প্রতিরোধ

সারা বিশ্বের কাছে এখন আতঙ্কের নাম ' নভেল করোনা ভাইরাস '।সাধারণত কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলে তা কয়েকটি রাজ্য বা দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু করোনা র জেরে যে সার্বিক বিপর্যয় দেখা দিয়েছে তাতে সকল মানবজাতি সংকটের মুখে। তা থেকে বাদ নেই আমাদের দেশ এমনকি রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ।পশ্চিমবঙ্গের ২২ তম জেলা হিসেবে পরিচিত ঝাড়গ্রাম জেলাও যার ব্যতিক্রম নয়। অরণ্য সুন্দরী ঝাড়গ্রামের পর্যটকদের পদচারণা করোনা কেড়ে নেই আস্তে আস্তে।করোনা ভাইরাসের কড়াল গ্রাসের থাবা ঝাড়গ্রামবাসীকে বিদ্ধ করে। যেকোনো কাজের ক্ষেত্রে সুপরিকল্পনা এবং কার্যকারী পদক্ষেপ খুবই গুরত্বপূর্ণ। করোনা মোকাবিলায় তার প্রমাণ ঝাড়গ্রাম জেলা। রাজ্যের অন্যান্য জেলার থেকে ঝাড়গ্রাম জেলায় করোনা আক্রান্ত ও মৃতের পরিসংখ্যান দিক থেকে খুবেই কম। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের বুলেটিন অনুযায়ী চলতি বছরের ১৮ জানুয়ারি ঝাড়গ্রাম জেলার কোভিড পজিটিভের সংখ্যা৩০১৮ এবং মৃতের সংখ্যা ২২।এই জেলার করোনা আক্রান্ত কম হওয়ার কারণ কি? যা আমার পর্যালোচনার মূল বিষয়। ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ প্রশাসন ও স্বাস্থ্যদপ্তরের যৌথ উদ্যোগে একাধিক গুরুত্বপূর্ন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।বিশেষ করে ঝাড়গ্রামের জেলাশাসক আয়েশা রানী এ তৎপরতায় ঝাড়গ্রাম জেলার সীমান্তে থাকা ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশা রাজ্যের করিডোর বন্ধ করে দেওয়া হয়।ওই সময় সীমান্তে কড়া নজরদারি চালানো হয়।বাইরের রাজ্য থেকে আসা মানুষজনকে প্রথমে ১৪দিনের সরকারি ' সেভ- হোমে ' রাখা হয়। তারপর করোনা পরীক্ষা করে তাঁদের রিপোর্ট নেগেটিভ হলেই বাড়ি যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়।যার ফলে ঝাড়গ্রাম জেলায় বাইরের থেকে আসা মানুষজনকে সহজেই চিহ্নিত করণ করার ক্ষেত্রে যেমন সুবিধা হয় তেমনি এখানকার মানুষজনকে অনেকটা করোনা ব্যাক্তিদের সংস্পর্শে থেকে দূরে রাখা হয়।এছাড়াও এখানকার বেশির ভাগ মানুষেই প্রকৃতির সান্নিধ্যে বসবাস করেন। যাঁদের এমনিতেই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা আর পাঁচজনের থেকে বেশি।পাঁচমাস লকডাউন পর শিথিলতা দেওয়া হয় বিশেষ কিছু যাতায়াতের ক্ষেত্রে।যার ফলে সীমান্তে নজরদারিও কিছু টা হালকা হয়।যার ফলস্বরূপ ঝাড়গ্রাম জেলার বাসিন্দারা ভিন জেলা বা রাজ্যের মানুষের সঙ্গে অবাধ সংস্পর্শে আসেন। ঝাড়গ্রাম জেলায় প্রথম এক ব্যাক্তির শরীরে করোনা ভাইরাস এর হদিশ মেলে।এমনকি তাঁর সংস্পর্শে আসা মানুষজনের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে। তারপর আস্তে আস্তে এই সংখ্যা বাড়তে থাকে।যে ঝাড়গ্রাম জেলা এতদিন 'সবুজ জোনে 'ছিল তা 'কমলা জোনে 'পরিণত হয়। ঝাড়গ্রাম পুরসভার অন্তর্গত যে যে ওয়ার্ডে কোভিড এর হদিশ মেলে সেই ওয়ার্ডগুলিকে কন্টেন্টমেন্ট জোন হিসেবে ঘোষণা করে ঝাড়গ্রাম জেলা প্রশাসন। ঝাড়গ্রাম জেলা প্রশাসন এর উদ্যোগে ওই সমস্ত ওয়ার্ড গুলির মানুষের কাছে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহ করা হয়।দিন আনে দিন খাওয়া মানুষগুলিকে প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রতিসপ্তাহে খাদ্যসামগ্রী পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।গত ৭ অক্টোবর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঝাড়গ্রাম স্টেডিয়ামে একটি প্রশাসনিক বৈঠক করেন।সেইখানে তিনি বলেন,"যেসব মানুষের মাস্ক কেনার ক্ষমতা নেই,তাঁদেরকে সরকারের পক্ষ থেকে বিনামূল্যে মাস্ক দেওয়া হবে,এমনকি সাধারণ মানুষজনকে আরো বেশি সচেতন থাকার অনুরোধ করেন"। বর্তমানে কোভিড ভ্যাকসিন দেওয়ার ক্ষেত্রেও পরিকল্পনা ও কার্যকারিতা হাতে-নাতে প্রমাণ পাওয়া যায়। ঝাড়গ্রাম জেলার চারটি কেন্দ্রে কোভিড ভ্যাকসিন দেওয়ার জন্য ৪০০ জনের তালিকা করা হয়।রাজ্যের অন্যান্য জেলা গুলিতে সেই নির্দিষ্ট সংখ্যক ভ্যাকসিন না দেওয়া গেলেও ঝাড়গ্রামে ৪০০ জনের মধ্যে প্রথম দিনেই ৪০০ জনকে সফলভাবে ভ্যাকসিন প্রয়োগ করা হয়েছে এবং তারা সকলেই সুস্থ রয়েছেন।অর্থাৎ সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও তার সঠিক প্রয়োগ যেকোনো কাজের ক্ষেত্রে খুবই বড়ো ভূমিকা পালন করে।

—প্রিয়তোষ পাল, প্রথম বর্ষ

করোনা সঙ্কটমোচনে গ্রাম পঞ্চায়েতের ভূমিকা

বর্তমানে এই অতিমারির পরিস্থিতিতে সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। এক্ষেত্রে গ্রামাঞ্চলে গ্রাম পঞ্চায়েতের পদক্ষেপ অনস্বীকার্য। মানুষের শরীরে করোনা ভাইরাসের উপসর্গগুলি হল - সর্দি, কাশি, হাঁচি, জ্বর, কাঁপুনি ও দুর্বলতা। মানুষকে এই ভাইরাসের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে বার বার সতর্ক দেওয়া হয়েছেহয়েছে যার ফলে সকলে সরকারের দেওয়া নির্দেশ-বিধি মান্য করতে সক্ষম হয়। যেমন, পরস্পরের থেকে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা, মাস্ক এবং স্যানিটাইজার ব্যবহার করা ইত্যাদি। এমনকি পঞ্চায়েত থেকে ত্রান দেওয়ারও ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে যাতে লকডাউনে সাধারণ মানুষের কোন অসুবিধা না হয়। পঞ্চায়েত থেকে মাঝে মাঝে ক্যাম্প করে মাস্ক, স্যানিটাইজার প্রভৃতি গ্রামের সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে বিতরণ করা হত। আবার যখন কোন ব্যক্তি বাইরের কোন জায়গা থেকে আসত তখন তাকে নিকটবর্তী কোন হাসপাতালে অথবা চিকিৎসাকেন্দ্রে ১৪ দিন কোয়ারেন্টাইন রাখা হত, আবার প্রয়োজনে চিকিৎসাও চলত। আবার ঐ চিকিৎসাকেন্দ্রে ডাক্তারের নেতৃত্বাধীনে ঐ ব্যক্তির শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য তাকে উপযুক্ত খাবারও দেওয়া হতো। লকডাউনের এই দীর্ঘ সময়ে সরকারের নেতৃত্বে রেশনে চাল, কেরোসিন বিনামূল্যে দেওয়া হত। লকডাউনের দীর্ঘ সময়ে অনেকেই করোনা মোকাবিলার জন্য বিধিনিষেধ অমান্য করে চলতেন, তখন প্রশাসন একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করত। এ প্রসঙ্গে বলা ভালো করোনা মোকাবিলায় প্রশাসনিক কর্তা এবং বিভিন্ন স্বাস্থ্যকর্মীরা এক বৃহৎ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। এখন অনেকটাই করোনা অতিমারির সংক্রমণ কমে গিয়েছে। সমাজকে তাঁর অতীতের পুরোনো রুপটি ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য বিভিন্ন গণমাধ্যম যেমন ট্রেন, বাস, গাড়ি চলা আজ স্বাভাবিক হয়েছে। কিন্তু তবে এখনও এই বিধিনিষেধগুলিকে হালকাভাবে নেওয়া ঠিক নয়। অতিমারির বিরুদ্ধে লড়াই আমাদের চালিয়ে যেতে হবে।

— মনসা মাণ্ডি, দ্বিতীয় বর্ষ

[illegible]

[illegible]

—ভূধর মাহালি, তৃতীয় বর্ষ

করোনা মোকাবিলায় বাপুজী গ্রাম পঞ্চায়েত

করোনা নামক এক অদৃশ্য শত্রুর আক্রমণে সমগ্র মানবজাতি আজ সংকটের মুখে। চার্লস ডারউইনের 'অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম'তত্ত্ব আমাদের শিখিয়েছে পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রামে যারা যোগ্যতম তারাইকেবল পৃথিবীতে বেঁচে থাকার অধিকার লাভ করে।আজকের লড়াইটা নিঃসন্দেহে দেশ,কাল নির্বিশেষে মানবজাতির সঙ্গে অদৃশ্য মারণরোগ কোভিড-১৯এর।করোনার বিরুদ্ধে লড়াইটা ক্রমশ দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে।এই লড়াইয়ে প্রাণ হারান অসংখ্য মানুষ।আমাদের মাতৃভূমিও এর করাল গ্রাস থেকে রক্ষা পায়নি।তাইবলে হাল তো ছেড়ে দেওয়া যায় না।কবীর সুমনের ভাষায়,"হাল ছেড়ো না বন্ধু,বরং কন্ঠ ছাড়ো জোরে।"এই হৃদয়াবেগকে পাথেয় করে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।তাই নতুন ভোরের আশায় সমগ্র বিশ্বের সাথে ব্রতী হয়েছে কাকদ্বীপ মহকুমার অন্তর্গত বাপুজী গ্রাম পঞ্চায়েত। কেন্দ্রীয় সরকারের লকডাউন ঘোষণার পরেই পঞ্চায়েতের তরফে সমগ্র এলাকায় বিশেষ তোড়জোড় ও নজরদারির ব্যবস্থা করা হয়। সমগ্র পঞ্চায়েত এলাকাকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে কোভিড-১৯ ও স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে জনগণের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তুলতে প্রচারাভিযানের বন্দোবস্ত করা হয় এবং বাড়িতে বাড়িতে লিফলেট বিলি করা হয়। এ কাজে পঞ্চায়েতের সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করেছেন আশা কর্মীরাও। গ্রামের হাটের দিন গুলির সময়সূচিতে পরিবর্তন আনা হয় এবং খোলা মাঠের মধ্যে হাট বসানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়,যাতে নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রাখা সম্ভবপর হয়।হাটের মধ্যে মাস্ক ছাড়া কোনো ব্যক্তি যাতে প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য সিভিক ভলেন্টিয়ার এর পাশাপাশি পঞ্চায়েত থেকে বহু কর্মী নিয়োগ করা হয়েছিল। হাট চলাকালীন নিরন্তর প্রচার চালানো হতো এবং জরুরি কাজ ছাড়া হাটের মধ্যে প্রবেশ করতে দেওয়া হতো না। পঞ্চায়েতের বুথ গুলিতে পঞ্চায়েত সদস্য এর অধীনে কিছু সংখ্যক ব্যক্তিকে নিয়োগ করা হয়েছিল। এরা বিকেল ও সন্ধ্যে বেলাতে খেলার মাঠ, চায়ের দোকান ও ক্লাবগুলিতে কড়া নজরদারি রাখত।যাতে কোনোভাবেই মানুষ জড়ো হতে না পারে। রাস্তার মোড়ে মোড়ে ব্যারিকেড ও করা হয়েছিল। পঞ্চায়েতের সামনে একটা বড়ো ভূমিকা ছিল চৈত্র মাসের গাজন বন্ধ করা ও পরিযায়ী শ্রমিকদের বাড়ি ফেরানো ও তাদের কোয়ারেন্টিন করা হয়। এক্ষেত্রে মহকুমা প্রশাসক ও পঞ্চায়েতের ভূমিকা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। এইখানকার অধিকাংশ স্কুলগুলিতে বিদ্যুৎ সংযোগ না থাকায় পরিযায়ী শ্রমিকদের রাত্রিবাস এর ক্ষেত্রে অনেকটাই অসুবিধা হয়েছে।কিন্তু পঞ্চায়েত থেকে হ্যারিকেন ও মোমবাতির ব্যবস্থা করা হয়েছিল। পঞ্চায়েতের আর একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হলো টিউবওয়েল গুলিতে সাবান এবং হ্যান্ড স্যানিটাইজারের ব্যবস্থা করা। ইতিমধ্যে দুবার স্বাস্থ্যকেন্দ্র গুলিতে করোনা টেস্টএর ব্যবহার করা হয়েছে এবং তা পঞ্চায়েতের তরফ থেকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল। এক্ষেত্রে আশা কর্মীরাও একটা বড়ো ভূমিকা নিয়েছে। ফলস্বরূপ বাপুজী অঞ্চলে এখনো পর্যন্ত কোনো মানুষ করোনা আক্রান্ত হননি এবং সবাই করোনা মুক্ত পৃথিবীর নতুন দিন দেখার আশায় প্রহর গুনছে।

–রামগোপাল দাস, তৃতীয় বর্ষ

করোনা প্রতিরোধ পলশ্যা গ্রাম পঞ্চায়েতের ভূমিকা

" বন্দীজীবন কাকে বলে অজানা নয়,
জেলে ছিলাম মাসের পর মাস,
একাকীত্বের প্রহার, নিষ্ঠুর শৃঙ্খল,
যুগৎপৎ সন্ত্রাস আর বিভৎস ভাইরাস "

পলশ্যা গ্রাম পঞ্চায়েত পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার খড়গপুর থানার অন্তর্গত কুলডিহা (পোস্ট - বাড়: গোকুলপুর) নামক গ্রামের অন্তর্ভুক্ত। গ্রামের মোট জনসংখ্যা প্রায় ৭০০ জন। বেশিরভাগ মানুষই চাষবাসের ওপর নির্ভরশীল। গোটা ভারতবর্ষের সাথে পলশ্যা গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে করোনা ভাইরাস দ্রুততার সাথে ছড়িয়ে পড়ে।পলশ্যা গ্রাম পঞ্চায়েত বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে এই ভাইরাস প্রতিরোধে। পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা এই গ্রামে বেশি হওয়ায় তাদের দ্বারা এই সংক্রমণ এর প্রভাব বৃদ্ধি পায়। স্থানীয় মানুষ কে বাইরে বেরোতে না দেওয়া এবং পরিযায়ী শ্রমিকদের ঘরে ফেরার আগে নিভৃত বাসে রাখার প্রাথমিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। বিভিন্ন পর্যায়ে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে আলাদা আলাদা ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ:

সরকারের সহায়তায় আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েত গ্রামের দিনমজুর ও দরিদ্র মানুষদের বিভিন্ন ভাবে সহায়তা করেছে। তাদের খাদ্যের চাহিদা মেটানোর জন্য নির্দিষ্ট দিন অন্তর ২ কেজি চাল, ১ কেজি আলু , ১ কেজি ছোলা , সাবান ও অন্যান্য সামগ্রী দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও জীবাণুনাশক ও স্যানিটাইজার দেওয়া হয়েছে। এই হৃদ- কম্পমান পরিস্থিতিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নিজেদের রেষারেষি ভুলে সাধারণ মানুষের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন।আবার এই ভয়ানক সময়ে অনেক চাষী তাদের মজুত শস্য বিক্রি করতে পারেনি। তাদের এই মজুত শস্য বিক্রির জন্য পঞ্চায়েত থেকে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে। এছাড়াও অনেক ব্যক্তি নিজেদের যৌথ উদ্যোগে দরিদ্র মানুষদের আর্থিক দিক থেকে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছেন। নানান ভাবে পঞ্চায়েত প্রধান সহ অন্যান্য সদস্যরা সাধারণ মানুষের পাশে ছিল করোনা অতিমারি মোকাবিলায় সুচিন্তিত উদ্যোগের মাধ্যমে।।। তারা প্রমাণ করে যে -

" মরণের সাথে মরিনি আমরা,
মারী নিয়ে ঘর করি। "

—শুভেন্দু কিস্কু, প্রথম বর্ষ